প্রথম আলো

তারিখ ... 2.4 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৮...

অনিরাপদ ভ্যানে ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল যাত্রা

শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে রিকশা-ভ্যানে। এসব ভ্যান ব্যস্ত সড়কে চলছে ঝুঁকি নিয়ে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এসব ভ্যানের দায়দায়িত্ব নিতে চায় না। অভিভাবকেরাও নিরুপায়। কোনো বিকল্প না থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও এসব রিকশা-ভ্যানে করেই সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন তাঁরা। শিক্ষার্থী পরিবহনের এই ব্যবসা ব্যক্তিমালিকানায় কোনো ধরনের তদারকি ছাড়াই চলছে। দুই সিটি করপোরেশনের কাছে এগুলোর মালিক বা চালকদের কোনো তথ্য নেই। স্কুল ভ্যানের সংখ্যাও করপোরেশন দুটি জানে না।

■ রাজধানী : পৃষ্ঠা-৮

অনিরাপদ ভ্যানে

মুশফেকা ইসলাম ●

তিন চাকার রিকশা-ভ্যানের ওপর পাঁচ ফুট বাই তিন ফুটের খাঁচা। চলতি নাম 'স্কুল ভ্যান'। ঢাকার রাস্তায় চলা এ ভ্যানগুলো সিটি করপোরেশনে নিবন্ধিত নয়। এগুলোতে দুর্ঘটনা ও নিরাপত্তার ঝুঁকি আছে। স্কুলগুলো সচরাচর এসব ভ্যানের দায়িত্ব নেয় না।

শিক্ষার্থী পরিবহনের এই ব্যবসা ব্যক্তিমালিকানায় কোনো ধরনের তদারকি ছাড়াই চলছে। দুই সিটি করপোরেশনের কাছে এগুলোর মালিক বা চালকদের কোনো তথ্য নেই। স্কুল ভ্যানের সংখ্যাও করপোরেশন দুটি জানে না। তবে উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় স্কুল ভ্যানের মালিকদের অন্তত পাঁচটি সংগঠন *প্রথম আলোকে* বলেছে, ঢাকার রাস্তায় এখন তিন হাজারের বেশি এমন ভ্যান চালু আছে। দূরত্ব অনুযায়ী স্কুল ভ্যানে শিক্ষার্থীপ্রতি মাসিক ভাড়া ৮০০ থেকে ৩৫০০ টাকা।

ঢাকায় অযান্ত্রিক যানবাহন (রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি) নিবন্ধন ও অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ হচ্ছে নগরীর দুই সিটি করপোরেশনের রাজস্ব বিভাগ। স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯-এর ধারা ৪১-এ বলা আছে, 'কোন ব্যক্তি করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত নগরীতে মোটরগাড়ি ছাড়া অন্য কোন সাধারণ যানবাহন রাখিতে, ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।'

দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের রাজস্ব বিভাগের প্রধান মো. মোস্তফা কামাল বলছেন, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের পর নতুন কোনো অযান্ত্রিক বাহন নিবন্ধন করা হয়নি। ঢাকার যানজট কমাতে এ ব্যবস্থা। আপাতত পুরোনো বাহনগুলোর নিবন্ধন তিন বছর পরপর নবায়ন করা হচ্ছে। তাঁর ভয়, স্কুল ভ্যানগুলোকে নিবন্ধনের সুযোগ দিলে এর সংখ্যা বেড়ে যানজট বাড়তে পারে।

মোস্তফা কামাল বলেন, যেহেতু ভ্যানগুলো নিবন্ধন ছাড়া চলছে, এগুলো অবৈধ। তবে বাচ্চাদের স্কুলে যাতায়াতের সঙ্গে জড়িত বলে কিছু বলা হচ্ছে না।

নিরাপত্তার ঝুঁকি কম নয় : স্কুল কর্তৃপক্ষ, ট্রাফিক বিভাগ বা অভিভাবকেরা কেউই এই বাহনগুলোকে শিশুদের জন্য নিরাপদ বলে মনে করছেন না। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে স্কুল ভ্যানে যাতায়াতের অনুমতি নেই। অধ্যক্ষ এম এম সালেহীন বলেন, স্কুল ভ্যানগুলোর নিরাপত্তাঝুঁকি অনেক। তিন চাকার এ গাড়িগুলোর ভারসাম্য রাখা কঠিন। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। চালকদের জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই। তাই তাঁদের দায়িত্ববোধও নেই। এসবের ফল ভুগছে শিশুরা।

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দিন মোল্লাও মনে করেন, কাঠামোগত কারণে এগুলো নিরাপদ বাহন নয়। তা ছাড়া তিনি চালকদের রাস্তার মাঝখানে বাচ্চাদের নামিয়ে দিতে দেখেছেন।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের এক শিক্ষার্থীর

রিকশা-ভ্যানগুলো আসলে লোহার খাঁচা

উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় স্কুল ভ্যানের মালিকদের অন্তত পাঁচটি সংগঠন বলেছে, ঢাকার রাস্তায় এখন তিন হাজারের বেশি ভ্যান চালু আছে। দূরত্ব অনুযায়ী স্কুল ভ্যানে শিক্ষার্থীপ্রতি মাসিক ভাড়া ৮০০ থেকে ৩৫০০ টাকা

মা সাজেদা খাতুন বলেন, 'প্রায়ই দেখি, জ্যামে পড়লে ভ্যানওয়ালারা বাচ্চাদের কালীমন্দিরের (সিদ্ধেশ্বরী) সামনে বা বেইলি রোডের মোড় থেকে একা ছেড়ে দেয়। ছোট ছোট বাচ্চারা একা হেঁটে আসে। কত কিছুই তো হতে পারে!'

ঢাকা মহানগর পুলিশ ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার সোমা হাপাং *প্রথম আলোকে* বলেন, যানজট থাকলে স্কুল ভ্যানগুলো উল্টোপথে চলে, যা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটে। তিনি বলেন, 'আমরা বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়াটা প্রায়োরিটি দিই বলে এই ভ্যানগুলোর ব্যাপারে অতটা শক্ত হই না। বাচ্চারা যেন নিরাপদে যেতে পারে, সেই জন্য সাহায্য করি।'

এদিকে তিনজন অভিভাবক বলেছেন, তাঁরা ভ্যানচালকের হাতে তাঁদের পরিচিত মেয়েশিশুদের যৌন নিপীড়নের একাধিক ঘটনার কথা জানেন। বেসরকারি সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষার্থীর মা নাঈমা ইসলাম। তিনি বললেন, একটি মেয়েশিশুর সঙ্গে এক ভ্যানচালককে অশোভন আচরণ করতে দেখেছেন।

শিশু অধিকার ফোরামের সভাপতি এমরানুল হক চৌধুরীর মতে, স্কুলে যাতায়াতের বাহন এবং বাহনের চালক শিশুর জন্য নিরাপদ কি না, তা যাচাই-বাছাইয়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তিনি বলেন, 'সারা পৃথিবীতে স্কুল কোচগুলোকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের দেশে তিন চাকার খাঁচার মধ্যে করে বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া হয়।' তিনি সরকার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বলেন শিশুদের নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থার দিকে নজর দিতে।

স্কুল কিছু জানে না। : দূরত্ব অনুযায়ী স্কুল ভ্যানে শিক্ষার্থীপ্রতি মাসিক ভাড়া ৮০০ থেকে ৩৫০০ টাকা। প্রায় সব স্কুল ভ্যানের

বিপরীত দিক থেকে
গতকাল দুপুরে রাজ

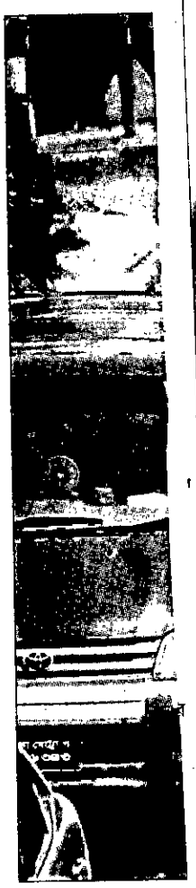

গায়েই স্কুলের নাম লে
যায়। কোনো কোনো ভ্য
আঁকা থাকে। তবে অধি
ভ্যানের মালিক বা
সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর কোনে
স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ভ্যানমা
কথা বলেছে।

ঢাকার দুই সিটি কর
আটটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ
সঙ্গে এই প্রতিবেদক কথা
সিটি করপোরেশন এলাক
কামরুন্নেসা সরকারি বা
উইলস লিটল ফ্লাওয়ার
বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ভি
অ্যান্ড কলেজ ও ডলফি
আর উত্তরের স্কুলগুলোর
উচ্চবিদ্যালয়, সাউথ প
কলেজ এবং লাইফ প্রিপা

এই স্কুলগুলোর মধ্যে
স্কুল অ্যান্ড কলেজ
নজরদারিতে রাখে। অধ্য
বলেন, তাঁদের প্রতিষ্
পরিবহনের জন্য ভ্যান

নিখোঁজ মায়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে অবসন্ন রোহিঙ্গা শিশু নুর স
বাংলাদেশের কক্সবাজারে এসেছে সে। গতকাল টেকনাফের একা

নিষ্ঠুর নীরবতা

এএফপি ●

সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজ ঘরে পরবাসী রোহিঙ্গা মুসলিমরা এখন দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন। জঙ্গি দমনের নামে সেনাদের চালানো অব্যাহত অভিযানে এরই মধ্যে সেখানকার বহু মুসলিম প্রাণ হারিয়েছেন। স্বজন হারানো উদ্বিগ্ন অনেকে জ্বালিয়ে দেওয়া বাড়িঘরের খোলা আকাশে রাত কাটাচ্ছেন।

মিয়ানমারে নিরীহ রোহিঙ্গাদের ওপর সেনাবাহিনী নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো অব্যাহত রাখলেও দেশটির গণতন্ত্রকামী নেত্রী ও শান্তিতে নোবেলজয়ী অং সান সু চির নীরবতা স্পষ্ট। এটা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর এই নীরবতাকে এক রকমের নিষ্ঠুরতা বলে অনেকেই মনে করছেন।

গত অক্টোবরের শুরুর দিকে রোহিঙ্গাদের ওপর এই নির্যাতনের শুরু। তখন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রোহিঙ্গা মুসলিম-অধ্যুষিত রাখাইন

সদস্যদের মধ্যে অভিযান সীমিত থাকলেও অতিসম্প্রতি তাতে যোগ হয়েছে হেলিকপ্টার গানশিপ। রাখাইন রাজ্যে নিষিদ্ধ রয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও ত্রাণকর্মীদের প্রবেশও। ফলে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানা না গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করেছেন নারী ও শিশুদের ওপর গণধর্ষণ, নির্বিচারে হত্যা ও গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করছে সেনাবাহিনী।